তারিখ ... 29 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৪ ...

সংবাদ

01 MAR 2016

# প্রাথমিক গণিত প্রশিক্ষণে ছয় দিন

সতীর্থ রহমান

দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী রাজবাটিতে অবস্থিত সদর উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে (ইউআরসি) ৬ দিনব্যাপী প্রাথমিক গণিতবিষয়ক প্রশিক্ষণ শুরু হয় ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। প্রশিক্ষণে উপজেলার প্রাথমিক স্তরের ২৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। দুজন প্রশিক্ষক গণিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। এরা হলেন– শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মো. গোলাম ফারুক এবং মো. জবেদ আলী। মাঘের কনকনে শীত, হিমেল হাওয়া আর ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা শিশির ভেজা মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাই। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রশিক্ষণের প্রথম দিন যেতে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি হয়। তড়িঘড়ি করে রেজিস্টার খাতায় স্বাক্ষর করে প্রশিক্ষণের উপকরণ ব্যাগ-খাতা-কলম নিয়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ কক্ষে ইউ আকৃতিতে সারি সারি চেয়ারে বসে আছেন প্রশিক্ষণার্থীরা। প্রায় সোয়া ১০টার দিকে দ্বিতীয় ব্যাচের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর সুফিয়া পারভীন। কোরআন তেলাওয়াত, গিতা পাঠ ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষক স্যারদের অমায়িক সুন্দর ব্যবহার ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান আমাকে মুগ্ধ করে। সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রদর্শন ও হোয়াইট বোর্ড ব্যবহার করে ছবির সাহায্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষক স্যারদের বন্ধুসুলভ আচরণ আমার খুব ভালো লাগে। টানা ৬ দিনের নিয়মিত প্রশিক্ষণ সূচি ছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল সোয়া ৫টা পর্যন্ত। মাঝে দু'বার চা বিরতি এবং মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য এক ঘণ্টা বিরতি ছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের নাস্তা ইউআরসি থেকে সরবরাহ করা হতো। দুপুরের খাবার খেতে হতো নিজেদের উদ্যোগে।

বলা হয়ে থাকে, 'কেন' এর উত্তর জানার জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে জোর করে শেখানো যাবে না। শেয়ার ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিখতে হবে। প্রশিক্ষণ কর্মশিবিরের উদ্দেশ্যগুলো হলো– ১. প্রাথমিক স্তরের গণিত বিষয়ের শিখনক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ। ২. প্রাথমিক গণিত সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টিকরণ। ৩. গাণিতিক ধারণা উপস্থাপনের পদ্ধতি। কৌশল অবহিত হয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন। ৪. শিক্ষার্থীদের নিকট গণিত ভীতি দূর করে গণিতবিষয়ক পাঠ আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করে তোলার কৌশল আয়ত্তকরণ। গণিত প্রশিক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার ৮টি লক্ষ্য ও ১৩টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। গণিতের বিষয়ভিত্তিক ৩০টি প্রান্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। অ্যাবাকাস সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়। ভগ্নাংশ, ভগ্নাংশের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, দশমিক ভগ্নাংশ: ধারণা ও গুণন এবং পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সামান্তরিক, রম্বস, বৃত্ত, ঘনবস্তু ও ঘনবস্তুর নেট, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ, বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ এবং চার্ট, শিক্ষকের জন্য টিপস: শিক্ষণে প্রশ্নকরণ ও দলীয় কাজে নির্দেশনা, আবদ্ধ প্রশ্ন ও উন্মুক্ত প্রশ্ন প্রণয়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়।

শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুর রশিদ স্যারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই ইউআরসিতে ২০০৮ সালে বাংলা প্রশিক্ষণে এসে। সেই থেকে আজও স্যারের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক রয়েছে। অফিসে, রাস্তায় কিংবা অন্য কোথাও দেখা হলে স্যার আমার এবং পরিবারের খোঁজখবর নেন। সাক্ষাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয় স্যারের সঙ্গে। তার চমৎকার ব্যবহার এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমাকে মুগ্ধ করে। তার প্রদর্শনী পাঠ আমার খুব ভালো লেগেছে। কুঠিবাড়ী বিজিবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. বেল্লাল হোসেন স্যারের সঙ্গে এখানে এসে আমার পরিচয় হয়। তার বন্ধুসুলভ আচরণ ও সহজ সরল ভঙ্গিমা আমার ভালো লাগে। স্যারের সঙ্গে কথা বলে খুব মজা পাই। তার গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীতে। আবদুস সাত্তার স্যারের সুন্দর ব্যবহার আমাকে ভালো লাগে। তিনি ধীরস্থির ও শান্ত স্বভাবের এবং কথা কম বলেন। সহকারী শিক্ষক মো. মহসিন আলী স্যারকে খুব ধার্মিক, পরোপকারী ও সাদা মনের মানুষ মনে হয়েছে। ট্রেনিং সেন্টার থেকে দেয়া ব্যাগটি আমার হারিয়ে গেলে তিনি তার ব্যাগটি আমাকে দেন। সাফিউর রহমান স্যার খুব বন্ধুবৎসল এবং সদালাপী। তিনি মাঝে মাঝে হাসির খোরাক জোগান দিতেন। মুরাদপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. সাখাওয়াত হোসেন স্যারকে খুব হাসিখুশি উচ্ছল ও প্রাণবন্ত মনে হয়েছে। তিনি খুব ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। সহকারী শিক্ষক মো. আবদুল কাইয়ুম স্যার খুব বন্ধুবৎসল এবং দক্ষ সংগঠক। তার নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সৃজন প্রি-ক্যাডেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। সহকারী শিক্ষক সর্বেশ্বর দেববর্মার অমায়িক সুন্দর ব্যবহার ও বন্ধুৎসুলভ আচরণ খুব ভালো লাগে। তার পল্লীগীতি পরিবেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তিনি আমাদের সম্পদ।

প্রবীণ প্রধান শিক্ষক রহিমা খাতুন একজন ভালো মনের মানুষ। আপার বন্ধুসুলভ আচরণ, জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা আমার খুব ভালো লাগে। সহকারী শিক্ষক তছলিমা বেগমের চমৎকার ব্যবহার, সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি ও বন্ধুসুলভ আচরণ আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত একজন সঙ্গীতশিল্পী। বিটিভিতে আমি তার গান শুনেছি। তার প্রদর্শনী পাঠ খুব ভালো হয়েছে। তিনি আমাদের গর্ব। শাহানারা গুলশান আরা আপা খুব ভদ্র এবং চটপটে। তার গানের গলা খুব ভালো। তার ছড়াগান, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও দেশাত্মবোধক গান আমার খুব ভালো লেগেছে। নাহিদ ফারজানা আপাকে দেখতে লাল টুকটুকে মনে হয়। তিনি খুব শান্ত স্বভাবের এবং হাল ফ্যাশনের সাজ পছন্দ করেন। রেহেনা পারভীন আপার কৌতুক পরিবেশন খুব ভালো লেগেছে। তাকে বেশ হাসিখুশি মনে হয়েছে। সহকারী শিক্ষক আফছানা বেগম মাশিমপুরের বেদানা লিচু খেয়ে বড় হয়েছেন। তিনি তার শিশুছেলে ও কন্যাকে নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সদালাপী এবং ভালো মনের মানুষ। সুবরা প্রাইমারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক শিরিন আক্তারকে সহজ সরল মাটির মানুষ মনে হয়েছে। আপার ব্যবহার খুব ভালো। রউফুন আরা আপাকে খুব সাদাসিধে এবং ভালো মনের মানুষ মনে হয়েছে। তিনি সুন্দর কথা বলেন। সহকারী শিক্ষক সিরাজাম মুনীরা খুব শান্ত স্বভাবের এবং খুব কম কথা বলেন। ইসমত আরা আপা শান্ত স্বভাবের এবং চুপচাপ থাকতে পছন্দ করেন। নওরিন লিপান আপাকে খুব হাসিখুশি মনে হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে কৌতুক পরিবেশন করে আনন্দ দিতেন। তন্দ্রা সরকারের ব্যবহার খুব ভালো। তার গানের গলা খুব সুন্দর। সব সময় হাসিখুশি ভাব তার। তিনি আমলকী খেতে পছন্দ করেন। আঞ্জুমান আরা খানম আপা স্কার্ফ ও বোরখা পরে আসেন। তার ব্যবহার খুব চমৎকার। আপার প্রদর্শনী পাঠ ভালো হয়েছে। নাহিদ আক্তার রূপা আপা আমার ছেলেবেলার পরিচিত। আমরা তাদের বাড়ির পার্শ্বে ভাড়া থাকতাম। প্রশিক্ষণে এসে আপাকে আমি চিনতে পারিনি। পরিচয়ের পর আপার চমৎকার ব্যবহার ও বন্ধুসুলভ আচরণ আমার খুব ভালো লাগে। তিনি খুব হাসিখুশি। নাফিসা শারমিন আশা খুব ধার্মিক এবং হাসিখুশি। তিনি খুব সুন্দর কথা বলেন। আনিসা রহমানের ব্যবহার চমৎকার। তিনি খুব হাসিখুশি এবং সুন্দর ছবি আঁকতে পারেন।

ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর সুফিয়া পারভীন ম্যাডামের অমায়িক মধুর ব্যবহার আমাকে মোহিত করে। তার মনটা খুব ভালো। দাপ্তরিক কাজ, পিটিআইতে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কাজে তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং খোঁজখবর নেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে তার। আমি ব্যক্তিগতভাবে ম্যাডামের সঙ্গে অফিসে দেখা করি এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি লেখা উপহার দেই। প্রশিক্ষণে এসে খারাপ লেগেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ-কম্পিউটারের সুযোগ সুবিধা না থাকা।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে দিন দিন গণিতের নিত্যনতুন ফর্মুলা আবিষ্কার হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে গণিতের গুরুত্ব অপরিসীম। গণিত ছাড়া আধুনিক বিশ্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা কল্পনা করা যায় না। এ কারণে গণিতকে বিজ্ঞানের মাতা বলা হয়। সব কিছুতেই গণিত। আধুনিক যুগকে গাণিতিক যুগ বলা হয়। গণিত একটি ভ্রমণ। আমরা এই ভ্রমণ পথের সহযাত্রী। প্রাথমিক গণিত বিষয়ক প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক- এই প্রত্যাশা করি। উপস্থিত সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

[লেখক : শিক্ষক]
info.skcbd@gmail.com